দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 06 2002

দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত প্রকল্পটিই আবার বাস্তবায়নে চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার

মাহমুদুল ইসলাম

সরকারী অর্থের অপচয়, স্বচ্ছতার অভাব এবং দুর্নীতির বিষয়টি জড়িত থাকায় বিগত সরকারের আমলে কম্পিউটার ক্রয় সংক্রান্ত যে প্রকল্পটি স্থগিত রাখা হয়েছিল বর্তমান সরকারের আমলে তার কোন কিছুর পরিবর্তন না করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কম্পিউটার কেনার সকল আনুষ্ঠানিকতা চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এবং নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক অনুদানে দেশের ৩ হাজার ৩৮২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ হাজার ৩৮৮ সেট কম্পিউটার ক্রয়ে সরকারী অর্থের অপচয় এবং দুর্নীতির বিষয়টি জড়িত থাকায় আওয়ামী লীগ সরকার এবং পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারও কম্পিউটার কেনার প্রকল্পটি স্থগিত রাখে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা প্রসারে সহযোগিতার জন্য নেদারল্যান্ডস সরকার তাদের অরেট কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশকে কম্পিউটার কেনার ব্যাপারে আর্থিক অনুদান দিতে রাজি হয়। প্রায় এক শ' কোটি টাকার এই প্রকল্পে নেদারল্যান্ডস সরকার আর্থিক অনুদান দেবে ৫০ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ সরকার দেবে বাকি ৫০ কোটি টাকা। কিন্তু আর্থিক অনুদানের শর্ত ছিল যে, বাংলাদেশ সরকারকে নেদারল্যান্ডসভিত্তিক যে কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কম্পিউটার কিনতে হবে। এই শর্ত মেনে নিয়ে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় দরপত্র আহ্বান করে। কিন্তু দরপত্র আহ্বানটি ছিল স্রেফ লোক দেখানো, কারণ প্রথম থেকেই একটি প্রতিষ্ঠানকে কম্পিউটার কেনার অর্ডার পাইয়ে দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত এক যুগ্ম সচিব নানামুখী তদ্বির শুরু করেন।

স্কুল কম্পিউটার ক্রয়

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তিনি সার্থক না হলেও বর্তমান সরকারের আমলে কাজ হাসিল করতে পেরেছেন। তাঁর পছন্দের প্রতিষ্ঠান টিউলিপ কম্পিউটার বিভিকে সরকারের ক্রয় কমিটি কম্পিউটার কেনার অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু এ্যাডভান্স পাওয়ার বিভি নামে একটি প্রতিষ্ঠান একই মডেলের প্রতি সেট কম্পিউটার টিউলিপ কম্পিউটার বিভি থেকে প্রায় ১২ হাজার টাকা কম মূল্যে সরকারকে দিতে রাজি হলেও তাদের কাছ থেকে এগুলো নেয়া হয়নি। নেদারল্যান্ডস সরকারের অনুদানের শর্তানুযায়ী দরপত্র আহ্বান করে প্রতিযোগিতামূলক দর যাচাইয়ের পর সর্বনিম্ন দরদাতার

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত

(১২-এর পাতার পর)

মাধ্যমে কম্পিউটার ক্রয় করতে হবে এবং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নেদারল্যান্ডসভিত্তিক হতে হবে। দু'টি প্রতিষ্ঠানই নেদারল্যান্ডসভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও সর্বনিম্ন দরদাতার মাধ্যমে কম্পিউটার সরবরাহের কাজ না দিয়ে সর্বোচ্চ দরদাতাকে কাজ দেয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর ফলে সরকারকে প্রায় ১২ কোটি টাকা লোকসান দিতে হবে। যে মডেলের প্রতি সেট কম্পিউটার বর্তমানে কেনা হচ্ছে তা বাংলাদেশের বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকায় তৈরি করছে। অনুদানের শর্তে নেদারল্যান্ডসভিত্তিক কোন প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়ার কথা কিন্তু কম্পিউটার নেদারল্যান্ডসের হতে হবে এমন শর্ত ছিল না। সরকার যদি অনুদান গ্রহণ না করে তাহলে ৬০ কোটি টাকায় এসব কম্পিউটার কেনা সম্ভব। যেখানে সরকারকে ৫০ কোটি টাকা দিতে হচ্ছে সেখানে আর ১০ কোটি টাকা দিলেই অনুদানের আর প্রয়োজন হয় না বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়।